অধ্যায় ৭ : আধুনিক বাংলা উপন্যাসপাঠ-১

অধ্যায়-বিন্যাস

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৭.২ পরিচিতি
৭.৩ চতুরঙ্গ: কাহিনি-বিশ্লেষণ
৭.৪ চতুরঙ্গ: চরিত্র-বিশ্লেষণ
৭.৪.১ শচীশ
৭.৪.২ দামিনী
৭.৪.৩ জ্যাঠামশাই
৭.৪.৪ শ্রীবিলাস
৭.৫ চতুরঙ্গ: শিল্পরীতি
৭.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
৭.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৭.৮ অতিরিক্ত পঠন
৭.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৭.১০ আর্দশ প্রশ্নাবলি

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনি—

- চতুরঙ্গ উপন্যাসের কাহিনি ভাগের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- চতুরঙ্গ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে গভীর ভাবে বুঝতে এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- চতুরঙ্গ উপন্যাসের শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং সেই সূত্রে উপন্যাসের শিল্পরীতির বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।

৭.২ পরিচিতি

'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। উপন্যাসটির গঠনকৌশল ব্যতিক্রমী ও অভিনব। বর্তমান অধ্যায়ে উপন্যাসটির কাহিনি-নির্মাণ ও গঠনকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। যে কোন উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই শিল্পরীতির প্রসঙ্গ উঠে আসে। এই অধ্যায়ে আপনারা উপন্যাসটির সংলাপ, ভাষা, দৃষ্টিকোণ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

৭.৩ কাহিনি-বিশ্লেষণ

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩২১) অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত পরপর চারমাসে জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস এই চারটি অংশ যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। চতুরঙ্গ-এর প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস ইহার চারি অংশ'।

চতুরঙ্গের চারতলীর ভিত্তিস্থল নাস্তিক, পজিটিভিস্ট জ্যাঠামশাই জগমোহন। জ্যাঠামশাইর প্রধান চেলা শচীশকে নাস্তিক্যবাদের সাথে সাথে মানবতাবাদের মন্ত্রেও দীক্ষা দিয়েছিলেন। কলেজের মেধাবী ছাত্র শচীশ সমস্ত ধর্মীয় বিশ্বাস, যাবতীয় গোঁড়ামি এবং আচারবিচারকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। হিন্দু সমাজে ব্রাত্য চামার, মেথরদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে, তাদের সেবা করেছে। শচীশের বন্ধু শ্রীবিলাসও জ্যাঠামশাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। জ্যাঠামশাই বেঁচে থাকা অবধি, শচীশ কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের চোখ দিয়েই জগৎ-জীবনকে দেখেছে। নিজের আত্মসত্তার পরিচয় সে পায়নি। ফলে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু হলে শচীশের পায়ের তলার জমি টলোমলো হয়ে যায়। তদুপরি, ননিবালার আত্মহত্যার ঘটনা জ্যাঠামশাই-শচীশ-শ্রীবিলাসের নীরস বুদ্ধিচর্চার অপূর্ণতার দিকটিকে নগ্ন করে দেখিয়ে দিলে শচীশ বুদ্ধিচর্চার জগৎ থেকে এক লাফে ভক্তিরসের জগতে প্রবেশ করে। লীলানন্দস্বামীর আশ্রমে ফাঁপা ভক্তিরসে মজে উঠল শচীশ। তাকে খুঁজে শ্রীবিলাসও আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়। শচীশ জানিয়েছে—

"জ্যাঠামশাই যখন বাঁচিয়াছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি ত ভোগ করিয়াছি। এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন শচীশের এই রূপান্তর আকস্মিক মনে হলেও, আমাদের মনে রাখতে হবে চতুরঙ্গ এক শচীশের কাহিনি নয়, অনেক শচীশের কাহিনি।"

বারবার তার জন্ম হয়েছে, বারবার মৃত্যু। শচীশ একবার জীবনের একেকটি ছক আশ্রয় করেছে, পরমুহূর্তে সেই ছক ভেঙে জীবনের নতুন ছককে আশ্রয় করেছে। দামিনীর ক্ষেত্রে একটি কথা প্রযোজ্য। আশ্রমে শচীশের ভক্তিসাধনার পথে প্রধান কাঁটা দামিনী। দামিনীর মধ্যে ধর্মভাব, সংস্কার কিছুই ছিল না। ভক্তির পথ তার পথ নয়। সে রক্তমাংসের সাধারণ নারী। আর দশটা নারীর মতো বিয়ে করে সুখী জীবনযাপন করতে চায় সে। অরূপ-সাধনার জগৎ থেকে শচীশকে রূপের জগতে টেনে নামাতে মরিয়া হয়ে ওঠে দামিনী। দামিনীর প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়া শচীশের পক্ষে সম্ভব ছিল না, আবার এই নারীকে সে সম্পূর্ণভাবে দূরে ঠেলেও দিতে পারেনি। আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত শচীশ একদিন সবকিছু পরিত্যাগ করে অনির্দিশ্য জগতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। দামিনী শ্রীবিলাসকে বিবাহ করে, যদিও এক বছর পরই তার মৃত্যু হয়।

অনেক সমালোচকের মতে 'চতুরঙ্গ' আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ। প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের উপন্যাসগুলির মধ্যে চতুরঙ্গ সর্বাপেক্ষা কাঁচা ও আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসের গঠনকৌশল

সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে উপলব্ধি করতে পারলে শ্রীকুমার কথিত অভিযোগটি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা লক্ষ করেছি, উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী শচীশ ও দামিনী জীবনের বিভিন্ন ছকে ঘুরছে। প্রতিটি ছকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছকগুলো একটা একটা করে ভেঙেছে। ছক ভাঙার নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, চতুরঙ্গ বিবরণধর্মী কোনও উপন্যাস নয়। inner reality –র সন্ধান ও উন্মোচন যে উপন্যাসের মূল বিষয়, সেই উপন্যাসের গঠনকৌশল এমন ব্যঞ্জনাবহ ও সংকেতধর্মী হওয়াই স্বাভাবিক।

সমালোচক উপন্যাসটির কিছু মৌলিক ত্রুটির দিকে আঙুল নির্দেশ করেছেন। শচীশ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার আত্মনুসন্ধান দিয়ে উপন্যাসের শুরু। অথচ পরিণতিতে দামিনীর সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রীবিলাস দামিনীকে মনে মনে ভালোবাসত, কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত দামিনীর হৃদয় জুড়ে ছিল শচীশ। তাই দামিনী যে শেষে শ্রীবিলাসকে বিবাহ করবে তার যৌক্তিকতা উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এরকম সমান্য কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও চতুরঙ্গ উপন্যাসটি যে রবীন্দ্রনাথের এক মহৎ সৃষ্টি এতে কোনও সন্দেহ নেই।

আসুন জেনে নিই

সবুজপত্র প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকা। কথ্যভাষাকে সাহিত্যিক কৌলীন্যদানের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল এই পত্রিকা।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। চতুরঙ্গ উপন্যাসকে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত বলেছিলেন, আপনি কি তা সমর্থন করেন? (১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

২। চতুরঙ্গ উপন্যাসের গঠনগত ত্রুটি সম্পর্কে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৪ চরিত্র বিশ্লেষণ

চতুরঙ্গ উপন্যাসের প্রধান চারটি চরিত্র সম্পর্কে এবার আমরা আলোচনা করব। আসুন, আমরা উপন্যাসের চারটি চরিত্র এক এক করে বিশ্লেষণ করি।

৭.৪.১ শচীশ

চতুরঙ্গ উপন্যাসের নায়ক শচীশ। উপন্যাসের মূল প্রবাহ শচীশকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতেই শচীশের চেহারার যে বর্ণনা আছে তাতে তার ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে—

'শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে, তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা, তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা'।

শচীশ তার নাস্তিক, পজিটিভিস্ট জ্যাঠামশাইয়ের এক নম্বর চেলা। জ্যাঠামশাইয়ের কাছে মানবতাবাদেরও দীক্ষা নিয়েছে শচীশ, সেজন্য প্রচলিত ধর্মীয় আচার-আচরণ, বিশ্বাস কিছুই তার মধ্যে ছিল না। চামারদের রোগে-শোকে সেবা করা, তাদের নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে খাওয়ানোর মতো কর্মকাণ্ডে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গী হয়েছে শচীশ। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতে সে কোনদিন দ্বিধা করেনি। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর দু-বছর শচীশের কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যায়না। বন্ধু শ্রীবিলাস দু-বছর পর তাকে আবিষ্কার করে চট্টগ্রামের কোনও এক জায়গায় লীলানন্দস্বামীর আশ্রমে। বিস্মিত হয়ে শ্রীবিলাস দেখেছে নাস্তিক, যুক্তিবাদী শচীশ গুরু লীলানন্দস্বামীর পদসেবা করেছে, ভক্তিরসে আকণ্ঠ ডুবে থাকা শচীশ কীর্তন করে বেড়িয়েছে। যুক্তিনির্ভর পজিটিভিজম থেকে ভক্তিনির্ভর বৈষ্ণবতায় শচীশের এই বিবর্তন নেহাত আকস্মিক নয়। জ্যাঠামশাইয়ের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেও জ্যাঠামশাইয়ের জীবিতকালে শচীশ নিজের প্রতিষ্ঠাভূমি পায়নি। জ্যাঠামশাইয়ের যুক্তি নির্ভর কর্ম-সাধনার মধ্যে যে অপূর্ণতার দিক ছিল তাও তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেজন্য, জ্যাঠামশাই পর্বের সমাপ্তি হলে যুক্তি-বুদ্ধির জগতের বাসিন্দা শচীশকে রসের জগৎ প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণেই শচীশ নীলানন্দস্বামীর আশ্রমে আশ্রয় নেয়।

শচীশের জীবনে সুস্পষ্ট চারটি পর্যায়—জ্যাঠামশাই, গুরু লীলানন্দস্বামী, দামিনী ও সর্বোত্তীর্ণ অবস্থা। লীলানন্দস্বামীর আশ্রমে শচীশের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। অচিরেই সে প্রবেশ করে তার জীবনের তৃতীয় বৃত্তে। এ পর্বে তার গুরু দামিনী। দামিনী অরূপের জগৎ থেকে রূপের জগতে শচীশকে টেনে নামাতে বদ্ধপরিকর। রূপকের ঘোর থেকে, ভক্তি-মদের নেশা থেকে শচীশ তখনও সম্পূর্ণ বেরোতে পারেনি, তাই নারীকে সাধনার পথের কাঁটা বিবেচনা করেছে সে। পর্বত-গুহায় দামিনীর অবরুদ্ধ যৌনাকাঙ্ক্ষায় বিপর্যস্ত, মানসিক টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত শচীশ দামিনীকে প্রত্যাখ্যান করে অনির্দেশ্য জগতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। সে পৌঁছে গেল তার জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে—সর্বোত্তীর্ণ অবস্থায়।

আমরা দেখেছি, শচীশ জীবনের বিভিন্ন ছকে ঘোরা-ফেরা করেছে। প্রত্যেকটি ছকের মধ্যবর্তী যোগসূত্রকে উপন্যাসিক স্পষ্ট করেননি। শচিশ চরিত্রের সুনির্দিষ্ট পরিণতিও উপন্যাসে লক্ষ করা যায় না। শচীশের ব্যক্তিসত্তার বিবর্তন, তার পরিণতি—সবকিছুই যেন কুয়াশাজালে ঘেরা। প্রশ্নহীন ভক্তি বা হৃদয়হীন বুদ্ধি—কোনটাই শচীশকে সত্যের পথ দেখাতে পারেনি। এখন সত্যানুসন্ধানী যে আবারও, অন্য কোনও জগতের দিকে পা বাড়াবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এমন অভিনব চরিত্র-পরিকল্পনা সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই দুর্লভ।

৭.৪.২ দামিনী

শচীশ চতুরঙ্গ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, কিন্তু উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দামিনী চরিত্র ও তার জীবন-সমস্যাই যেন প্রধান স্থান অধিকার করেছে।

দামিনীকে আমরা প্রথম দেখতে পাই লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে। স্বামী শিবতোষ মারা যাওয়ার সময় সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীকে ও লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে দান করে যায়। প্রথম থেকেই সে ভক্তির দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছে। দামিনীর আচার-আচরণ বেশভূষা কিছুই আশ্রমসুলভ নয়—একে তো তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়, তারপরে গুরুর উপদেশ বাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না। আশ্রমের মধ্যে মূর্তিমান বিদ্রোহ এই নারী শচীশের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হল। দামিনী রক্ত-মাংসের মানুষ। শরীরের কামনাবাসনাকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। অরূপের সাধক শচীশকে সে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছে, অরূপ সাধনার সঙ্গী হিসেবে নয়। শচীশ দামিনীর আকর্ষণ এড়াতে চায়। পর্বত-গুহায় জৈবিক কামনায় কাতর দামিনী শচীশের রক্ত-মাংসের শরীরটা পেতে চাইলে শচীশ তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রত্যাখ্যাত দামিনী শান্তির খোঁজে পল্লির মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায়, পশুপাখির সেবায়, প্রেমবিষয়ক বইপত্র পাঠ করে। শ্রীবিলাস ঠিক জেনেছে, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি চায় না দামিনী। এরপর দামিনী শচীশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় চলে আসে ঠিকই, শচীশের প্রতি তার প্রেম কিন্তু একবিন্দুও কমে না।

দামিনী সাধারণ নারী, কিন্তু জীবন্ত নারী। সে যৌবন রসের রসিক। নিজের রক্তমাংসের শরীরটাকে সে তীব্রভাবে ভালোবাসে বলেই সোচ্চারে বলেছে—"আমি যে স্ত্রী জাত—ঐ শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া, গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজেদের কীর্তি।" তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে। শচীশের বিদায়ের পর দামিনী বিবাহ করেছে শ্রীবিলাসকে—যার দিকে এতদিন সে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়নি। পর্বত-গুহা থেকে ফিরে আসার পর থেকে তার বুকের মধ্যে ব্যথা হয় সেই ব্যথাই দামিনীর মৃত্যুর কারণ হল—শ্রীবিলাসের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের মাত্র একবছরের মাথায়। গুরু লীলানন্দ স্বামী, গুরু বিদ্রোহ, শচীশ ও শ্রীবিলাস—জীবনের এই চারটি পর্যায়ে ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে এই বিদ্রোহিনী নারী জীবনের স্বাভাবিক পরিণামের দিকেই এগিয়ে গেছে।

৭.৪.৩ জ্যাঠামশাই

জ্যাঠামশাই চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের এক ব্যতিক্রমী ও অমর সৃষ্টি। জ্যাঠামশাই প্রখর যুক্তিবাদী এবং সংস্কারমুক্ত মানুষ। তিনি শুধু ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। শচীশ ছিল জ্যাঠামশাইয়ের ভাবশিষ্য। জ্যাঠামশাইয়ের সবরকমের কালাপাহাড়ি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শচীশ সোৎসাহে জড়িয়ে পড়েছে। ঈশ্বরবিশ্বাসীদের সুতীব্র ব্যঙ্গে জ্যাঠামশাই বলেন—ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া, সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে, ঈশ্বর নাই, অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, ঈশ্বর নাই। বাড়ির কোনও এক নতুন জামাই শ্রীচরণেষু পাঠ দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলে সংস্কারমুক্ত মনের মানুষটি উত্তরে লিখেছিলেন—আমাকে একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে তুমি কিছু নিবেদন করিয়াছ, তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ।

মানবসেবাই নাস্তিক জ্যাঠামশাইর জীবনের মূল মন্ত্র। চামার আর মুসলমান ব্যাপারিদের তিনি নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন, রোগ-শোকে তাদের সেবা করতেন। তাঁর প্রেরণাতেই শচীশ মানবকল্যাণ কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। শচীশের ভাই পুরন্দর ননিবালাকে আশ্রয় দেন। ননিবালাকে বাঁচাতে শচীশ ননিবালাকে বিবাহ করতে চাইলে জ্যাঠামশাই আনন্দে শচীশকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কিন্তু ননিবালা শচীশের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় এবং আত্মহত্যা করে। ননিবালার মৃত্যু শচীশ ও তার গুরু দু'জনকেই ভেতর থেকে নাড়িয়ে দেয়। ম্যালখাস ও বেন্থামের নিত্য, যুক্তিবাদী জ্যাঠামশাইয়ের পরোপকার ভাবনায় খাদ ছিল না, কিন্তু তিনি কোনওদিন বুঝতে পারেননি, মানুষের মন সবসময় যুক্তি-বুদ্ধি-তর্কের বাঁধাধরা পথে চলে না। যে পুরন্দর তার চরম সর্বনাশ করেছে তার প্রতি প্রেম ননিবালার মনে শেষ দিন অবধি অটুট ছিল। নীরস বুদ্ধিচর্চা যে জীবনের সবদিকে আলো ফেলতে পারে না, ননিবালার মতো সাধারণ এক বালিকা আত্মবিসর্জন দিয়ে জ্যাঠামশাইকে যেন জানিয়ে দিয়ে গেল। ননিবালার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই শচীশের জীবন থেকে জগমোহন জ্যাঠামশাইয়ের ছকটা ভেঙে পড়ে। এরপরই যুক্তিবাদ থেকে ভক্তিবাদে শচীশের যাত্রা। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুটা কেবল বাইরের ঘটনা এবং অতি সামান্য একটি ঘটনা।

কোনও কোনও সমালোচকে মতে জ্যাঠামশাই চরিত্রটির বিস্তৃত বর্ণনা উপন্যাস-কাহিনির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এবং দীর্ঘ বর্ণনাটি অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা মনে করি, জ্যাঠামশাই চরিত্রটি চারতলার উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শচীশের ওপর জ্যাঠামশাইয়ের অমোঘ প্রভাব এবং একসময় জ্যাঠামশাইয়ের ছক ভেঙে তার ভক্তিবাদের জগতে প্রবেশের ইতিবৃত্তটি বোধগম্য হত না যদি জ্যাঠামশাই চরিত্রটির বিস্তৃত বর্ণনা উপন্যাসে না থাকত। জ্যাঠামশাইয়ের মতো চরিত্র যথার্থই রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

৭.৪.৪ শ্রীবিলাস

শ্রীবিলাস চতুরঙ্গ উপন্যাসের কথক। সে উপন্যাসের নায়ক শচীশের বন্ধু, আবার ভক্তও বটে। শ্রীবিলাসের জবানিতেই উপন্যাসের কাহিনি বিবৃত। শচীশ ও শ্রীবিলাস একই কলেজে পড়ত। শচীশকে ভালোবাসত বলেই শ্রীবিলাসও জ্যাঠামশাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর শচীশ কিছুকাল উধাও হয়ে গেলে তাকে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীবিলাসও লীলানন্দস্বামীর আশ্রমে আশ্রয় নেয় এবং শচীশের সঙ্গে কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা হয়। মনে রাখতে হবে, প্রাণহীন ভক্তিবাদের নেশায় নয়, শ্রীবিলাস লীলানন্দস্বামীর আশ্রমে বাস করে শচীশ আর দামিনীর আকর্ষণে।

শচীশ-দামিনীর রাগ-অনুরাগের কাহিনিতে শ্রীবিলাসের ভূমিকা নেহাত কথকের ছিল না। শচীশের মনে ঈর্ষা জাগানোর জন্য দামিনী শ্রীবিলাসকে খুঁটি বানিয়েছে, শ্রীবিলাসের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। শ্রীবিলাস সঠিক জেনেছে যে শচীশ ও দামিনীর মাঝখানে সে শুধু এক হাইফেন মাত্র। শ্রীবিলাস শচীশকে প্রাণাধিক ভালোবাসে, কিন্তু শচীশের অরূপ সাধনার পথ তার নয়। নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট— আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না, আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই। সেই শ্রীবিলাসও একদিন গৃহী হয়েছে বটে, কিন্তু মাত্র বছর খানেকের জন্য। শচীশ দামিনীকে প্রত্যাখ্যান করে তার সাধনার পথে চলে গেলে নিরাশ্রয় দামিনীকে আশ্রয় দিয়েছে শ্রীবিলাস, দামিনীকে বিয়ে করেছে। বিয়ের

পরপরই দামিনীর মৃত্যু। দামিনীর হৃদয়ে শচীশ বিরাজমান জেনেও শ্রীবিলাস দামিনীকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে। সুখে-দুঃখে সবসময়ই সে ধীর, স্থির, নিরুচ্চার। শ্রীবিলাস বলেছে—আমি নিতান্তই গৌণ। কিন্তু গৌণ ও আপত-সাধারণ চরিত্রটি যে পাঠকমনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। যুক্তিবাদের পথ থেকে ভক্তিবাদের পথে শচীশের বিবর্তন কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৪। দামিনীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য তুলে ধরুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৫। ননিবালার মৃত্যু জ্যাঠামশাই ও শচীশের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করছিল আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৭.৫ শিল্পরীতি

উপন্যাসের নির্মাণশিল্পের মূল আশ্রয়—ভাষা। কাহিনি, চরিত্র, পরিবেশ—উপন্যাসের প্রকরণগত সকল উপাদানেরই মূল ভিত্তি ভাষা। চতুরঙ্গ উপন্যাসটি সাধুভাষায় লেখা হলেও সাধুভাষার অন্তরালে চলিত ভাষার প্রাণধর্ম সহজেই চোখে পড়ে। চলিত সর্বনাম পদের বহুল ব্যবহার (তা, তাকে, তার, যাতে ইত্যাদি) এবং সাধুভাষার সঙ্গে ইডিয়মধর্মী কথ্য শব্দ বা চলিত ক্রিয়ার প্রয়োগ (ফস করিয়া, পা টেপানো, পেট মোটা পুরুত পাণ্ডা, মুড়ি ঝুড়ি) উপন্যাসের ভাষাকে জীবন্ত করেছে। আমরা নিশ্চয় লক্ষ করছি, এই উপন্যাসের ভাষা উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হয়েছে। প্যারাডক্স-এণিগ্রাম ও উইট-এর ব্যবহার উপন্যাসের ভাষাকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মধ্যে দিয়ে চৈতন্যের গভীরতম উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে বলে স্বাভাবিক কারণেই উপন্যাসের ভাষা হয়েছে কাব্যধর্মী। গূঢ় সংকেতধর্মী উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকের ব্যবহার উপন্যাসের ভাষাকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে।

সংলাপ ব্যবহারেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে উপন্যাসকার। interior monologue –এর সার্থক ব্যবহার হয়েছে শচীশ অংশে (১০ম পরিচ্ছেদ)। এসব সত্ত্বেও 'চতুরঙ্গ'-এর ভাষা সর্বত্র স্বাভাবিক হয়নি। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণে উপন্যাসের ভাষা সাবলীল হয়নি।

চতুরঙ্গের মিলিউ বা পরিবেশ বিন্যাসেও লেখক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। চতুরঙ্গ মানুষের ইনার রিয়েলিটির গল্প বলে বাইরের পরিবেশের বিস্তৃত বর্ণনা উপন্যাসে নেই। এজন্যই জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি বা লীলানন্দস্বামীর আশ্রমের সুনির্দিষ্ট পরিবেশ নেই। জগমোহনকে কেন্দ্র করে পজিটিভিজম,

নাস্তিক্যবাদের উনিশ শতকীয় বাংলাদেশের পটভূমি আছে, তারও কোনও স্থাননির্ভর ছবি উপন্যাসে ফুটে ওঠেনি। গুহাদৃশ্যের বর্ণনাও বড়োই সংকেতধর্মী।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৬। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভাষা সর্বত্র সাবলীল হয়েছে আলোচনা করুন? (১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

আসুন জেনে নিই

পজিটিভিজম : প্রত্যক্ষবাদ দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ-প্রবর্তিত দর্শন বিশেষ। এই দর্শনে একমাত্র ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধ বিষয়কেই মান্য করা হয়। অতীন্দ্রিয় বিষয় যেমন ধর্মীয়বোধ বা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। চোখে না দেখা কোনও শক্তি নয়, সাধারণ মানুষকেই উপাস্য বলে মানা হয়।

ম্যালথাস : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় ম্যালথাসিয়ান দর্শনের প্রবক্তা রেভারেণ্ড টমাস রবার্ট ম্যালথাস।

বেন্থাম : জেরিলি বেন্থাম হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদ-এর প্রবক্তা। এই মত অনুসারে সমাজের অধিকতম মানুষের অধিকতম সুখ বিধানই নীতিশাস্ত্রবলির মূল অনুশাসন।

প্যারাডক্স : বিরোধাভাস অলংকার।

এপিগ্রাম : বিষম অলংকার।

৭.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

- 'চতুরঙ্গ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সর্বাঙ্গীন আধুনিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত।
- 'চতুরঙ্গ' মানুষের অন্তরমহলের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের কাহিনি। জীবনের আন্তঃবাস্তবতার সন্ধান করেছেন উপন্যাসকার। সেজন্য ঘটনার ঘনঘটা বা প্রথাসিদ্ধ প্লট-নির্মান এই উপন্যাসে নেই। সুস্পষ্ট পরিণতি নেই।
- 'চতুরঙ্গ' সাধুভাষায় লেখা হলেও চলিত ভাষার প্রাণধর্ম লক্ষ করা যায়।
- কাব্যধর্মী, গূঢ় ব্যঞ্জনাবহ ভাষা চতুরঙ্গকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

৭.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনি—

- চতুরঙ্গ উপন্যাসের কাহিনিভাগের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।
- চতুরঙ্গ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে গভীরভাবে বুঝতে এবং বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন।

- চতুরঙ্গ উপন্যাসের শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং সেই সূত্রে উপন্যাসের শিল্পরীতির বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

৭.৮ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট,২০১৭); কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা; কলকাতা: তুলসীপ্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার(২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিশ্র অশোককুমার(২০১৯); উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ; কলকাতা : দে'জ
- মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (২০১৪); কালের প্রতিমা; কলকাতা: দে'জ
- মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (২০১৯); মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে; কলকাতা: দে'জ
- রায়চৌধুরী গোপিকানাথ (২০১৯); রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প; কলকাতা : দে'জ
- রায়চৌধুরী গোপিকানাথ (২০১৯); রবীন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্য : নানা দর্পণে; কলকাতা : দে'জ

৭.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: অনেক সমালোচকের মতে চতুরঙ্গ আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ। ...চতুরঙ্গের গঠনকৌশল সংক্রান্ত আলোচনাটি থেকে প্রশ্নটির উত্তর লিখতে হবে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (৭.৩ অংশ দ্রষ্টব্য)

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: কয়েকজন সমালোচক উপন্যাসটির কিছু মৌলিক ত্রুটির দিকে আঙুল নির্দেশ করেছেন। ...-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।(৭.৩ অংশ দ্রষ্টব্য)

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: চতুরঙ্গ-এর প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। ...(৭.৩ অংশ দ্রষ্টব্য) এবং শচীশ চরিত্রের আলোচনা থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে উত্তরটি তৈরি করতে হবে। (৭.৪.১ অংশ দ্রষ্টব্য)-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৪। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: দামিনী চরিত্রের আলোচনা থেকে সংক্ষিপ্ত উত্তর তৈরি করতে হবে।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (৭.৪.২ অংশ দ্রষ্টব্য)

৫। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মানবসেবাই নাস্তিক জ্যাঠামশাইয়ের জীবনের মূলমন্ত্র।... জ্যাঠামশাই চরিত্রের আলোচনা থেকে আলোচ্য প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর তৈরি করতে হবে।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (৭.৪.৩ অংশ দ্রষ্টব্য)

৬। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: সংলাপ ব্যবহারেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন উপন্যাসকার।... মূল উপন্যাস থেকে উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে আপনার মত প্রতিষ্ঠা করুন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (৭.৫ অংশ দ্রষ্টব্য)

⑦ ৭.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'চতুরঙ্গ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সর্বাঙ্গীন আধুনিক উপন্যাস।– মতটি কতদূর গ্রহণযোগ্য ?

২। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রতিটি নারী চরিত্রই বিশেষত্বে সমুজ্জ্বল।"– আলোচনা করুন।

৩। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের গুহাদৃশ্য প্রতীকী কৌশলে গভীর আন্তঃবাস্তবতার বিশ্লেষণ। এই উক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৪। শচীশের জীবনে ননিবালা ও দামিনী কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে আলোচনা করুন।

৫। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে জ্যাঠামশাই চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। "শচীশের চরিত্র সমস্যাই চতুরঙ্গ উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়"—এমন সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কি না বিচার করুন।

৭। "দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিযাছি। সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে নারী জীবনরসের রসিক।" শচীশের এই উক্তির আলোকে দামিনী চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৮। 'চতুরঙ্গে'র মুখ্য বক্তা কেন শ্রীবিলাস দামিনী সম্পর্কে যে সবচেয়ে নিস্পৃহ, তার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ সংঘটন কি উপন্যাসের পক্ষে অনিবার্য ছিল।' এ বিষয়ে আপনার মতামত যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করুন।

৯। "রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের উপন্যাস সমূহের মধ্যে চতুরঙ্গ সর্বাপেক্ষা আংশিকত্বের (Fragmentary) লক্ষণাক্রান্ত, ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যাটি ভাব গভীরতার পরিবর্তে লঘু ও দ্রুত সঞ্চারী চটুলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে।" সমালোচকের এই মন্তব্য কতটা সমর্থনযোগ্য বিচার করুন।

১০। 'চতুরঙ্গে'র শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

*** *** ***